সংবাদ

তারিখ 20 FEB 2012
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

শিক্ষকদের নতুন পদ সৃষ্টি ও নয়া পিটিআই প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে

❑ বাসস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বর্তমান সরকারের প্রাইমারি স্কুল স্টুডেন্টস কাউন্সিল (পিএসএসসি) গঠনের সিদ্ধান্ত প্রাথমিক স্কুল পর্যায় থেকে দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গঠনে সহায়ক হবে। এছাড়া ছাত্রছাত্রীরা গণতান্ত্রিক ও সুশৃঙ্খল মানসিকতায় বেড়ে উঠবে। প্রধানমন্ত্রী একই সঙ্গে ২০১৪ সাল নাগাদ দেশকে সম্পূর্ণ নিরক্ষরতামুক্ত করার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বলেন, সরকার প্রতিটি শিশুর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি গতকাল বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে প্রাইমারি স্কুল স্টুডেন্টস কাউন্সিল (পিএসএসসি)'র প্রথম সম্মেলনে ভাষণকালে এ কথা বলেন।

পিএসএসসি ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গঠনে সহায়ক হবে : প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা বলেন, আমি বিশ্বাস করি প্রতিটি প্রাইমারি স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের জন্য এ কাউন্সিল গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়ার মাধ্যমে আমরা সঠিক জায়গায় গণতন্ত্রের বীজ বপন করেছি। তিনি বলেন, শৈশব থেকেই একজন ব্যক্তির মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী তৈরিতে পিএসএসসি কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। এছাড়া তা ছাত্রদের সুশৃঙ্খল ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টিতেও সহায়ক হবে। ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গণতন্ত্রের জন্য আমরা অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছি। এমনকি আমাদের জেলেও দিন কাটাতে হয়েছে। অপরদিকে তোমরা শৈশব থেকেই গণতন্ত্র চর্চার সুযোগ পাচ্ছ। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের

পৃ ১২ ক ২

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 16 JUL 2012
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

শিক্ষকদের নতুন পদ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভারপ্রাপ্ত সচিব এম এম নিয়াজ উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী ডা. আফসারুল আমিন ও প্রতিমন্ত্রী মোতাহার হোসেন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) মন্ত্রণালয়ের সচিব নজরুল ইসলাম খান, প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ বক্তব্য রাখেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু দ্যোন্যর বদুলো গড়তে সোনার ছেলে গড়তে চেয়েছিলেন। এজন্য বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পর অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার মাঝেও প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ করেন। তিনি বলেন, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে তোমরাই হবে বঙ্গবন্ধুর সোনার ছেলে যাদের নিয়ে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ এবং ২০২১ সালেরও আগে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সক্ষম হবো। প্রধানমন্ত্রী শিক্ষার্থীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির অপচয় রোধ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও বনায়নের বিষয়ে শিক্ষা দিতে শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, তোমরাই আমাদের ভবিষ্যৎ। এজন্য তোমাদের শিক্ষক ও অভিভাবকদের অনুগত থাকতে এবং নিজেদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়তে নিবেদিত হতে হবে।

শিক্ষাখাতের উন্নয়নে তার সরকারের কর্মসূচির উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশে শিক্ষার হার বাড়াতে জেলাভিত্তিক কর্মসূচি নিয়েছিল। তিনি বলেন, ওই সরকারের আমলে দেশের মোট শিক্ষার হার ৬৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সরকারের আমলে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি অবহেলার কারণে এই হার ৫৫ শতাংশে নেমে আসে। ছোট ছোট শিক্ষার্থীদের পাঠাভ্যাসে উৎসাহিত করতে বিনামূল্যে তাদের রঙীন পাঠ্যপুস্তকের নতুন সেট দেয়া হচ্ছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, শিক্ষকদের জন্য নতুন পদ সৃষ্টি এবং নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় ও প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (পিটিআই) প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। কোচিং ব্যবসা বন্ধে সরকারের নেয়া পদক্ষেপের উল্লেখ করে তিনি এ ব্যাপারে শিক্ষক ও অভিভাবকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী মতিঝিল আইডিয়েল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনায় প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষার্থী পরিষদের কর্মকাণ্ড ও স্কুল শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

আইএসইএসসিও মহাপরিচালকের সাক্ষাৎ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বাংলাদেশ এখন সন্ত্রাসী ও জঙ্গিদের তৎপরতা এবং গণতন্ত্র, শান্তি ও উন্নয়ন বিপন্ন করার প্রচেষ্টা থেকে মুক্ত। ইসলামিক এডুকেশনাল, সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অরগানাইজেশন (আইএসইএসসিও)'র মহাপরিচালক ড. আবদুল আজিজ ওসমান আল-তাওয়াজরি গতকাল ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলে তিনি এ কথা বলেন। শেখ হাসিনা বলেন, জনসংখ্যার দিক থেকে তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে আমরা সম্মিলিতভাবে সমৃদ্ধি অর্জনে মুসলিম উম্মাহ'র সঙ্গে ঐক্য বজায় রেখেছি এবং আমাদের দেশকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ মুক্ত করেছি।

প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ জানান, বৈঠককালে প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন যে, আগামী বছরগুলোতে বাংলাদেশ এবং আইএসইএসসিও'র মধ্যে সহযোগিতা আরও জোরদার হবে। তথ্য এবং সংস্কৃতিমন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ, অ্যাডভোকেট এটি লার্জ এম জিয়াউদ্দিন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মোল্লাহ ওয়াহিদুজ্জামান ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব সুরাইয়া বেগম এসময় উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আইএসইএসসিও'র শীর্ষ কর্মকর্তাকে জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় তার সরকারের নেয়া বিভিন্ন ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি রমজান মাসে দরিদ্রদের মাঝে খাদ্য বিতরণ কর্মসূচির কথা উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা আমাদের সমাজকে পুরোপুরি সহিষ্ণুতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। এ লক্ষ্যে আমাদের শিশুদের তাদের জীবনের শুরু থেকে গণতান্ত্রিক আচরণ ও মানসম্পন্ন নেতৃত্বের গুণাবলীসম্পন্ন করে গড়ে তোলার উপর জোর দিয়েছি। ঢাকাকে এশিয়া অঞ্চলের ইসলামিক সংস্কৃতির রাজধানী-২০১২ হিসেবে ঘোষণার জন্য তিনি মহাপরিচালককে ধন্যবাদ জানান। শেখ হাসিনা 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ে তোলায় অগ্রগতির কথা উল্লেখ করেন এবং ইসলামিক বিশ্বে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য আইএসইএসসিও'কে ধন্যবাদ জানান।

প্রধানমন্ত্রী ঢাকায় ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংকের (আইডিবি) গেটওয়ে অফিস চালুর প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। ড. আবদুল আজিজ বাংলাদেশের জনগণের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি অর্জনে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের প্রশংসা করে বলেন, বহুপ্রতীক্ষিত দেশটির লালিত লক্ষ্য অর্জনে আইএসইএসসিও সর্বদা পাশে থাকবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, বাংলাদেশের সঙ্গে বিশেষ করে শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আইএসইএসসিও'র সহযোগিতা ভবিষ্যতে আরো জোরদার হবে।

স্থপতি মাজহারুল ইসলামের কফিনে পুষ্পস্তবক অর্পণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল বিকেলে নগরীর গুলশান অ্যাভিনিউতে স্থপতি মাজহারুল ইসলামের বাসায় যান। মাজহারুল ইসলাম শনিবার রাতে নগরীর একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। তার বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। প্রধানমন্ত্রী বিশিষ্ট এই স্থপতির কফিনে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শেখ শ্রদ্ধা জানান। তিনি কফিনের পাশে কিছু সময় নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং দোয়া করেন। শেখ হাসিনা মরহুমের স্ত্রী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের সমবেদনা জানান। আলহাজ্ব রহমতউল্লাহ এমপি এবং প্রধানমন্ত্রীর সামরিক সচিব মেজর জেনারেল মিয়া মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন।